অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

বিংশ খণ্ড : ইয়াকুব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

বিংশ খণ্ড : ইয়াকুব

পত্রখানির লেখক: লেখক নিজেকে ইয়াকুব নামে পরিচয় দিয়েছেন (১:১)। সম্ভবত তিনিই ঈসা মসীহের ভাই এবং জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা ছিলেন (প্রেরিত ১৫ অধ্যায়); তবে তিনি মসীহের সাহাবী ইয়াকুব নন।

লেখার তারিখ: অনেকের মতে পত্রটি ৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয়েছে।

প্রাপক ও উদ্দেশ্য: ইয়াকুবের পত্রখানি হল “সার্বজনীন” পত্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম পত্র। সার্বজনীন পত্রগুলো হচ্ছে সেই সব পত্র, যেগুলো কোন মণ্ডলী বা ব্যক্তি বিশেষের কাছে লেখা হয় নি। এই পত্রটি বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কতগুলো হুকুমের সংকলন। ১:১ আয়াতে পত্রটির প্রাপক ‘নানা দেশে ছিন্নভিন্ন বারো বংশ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে স্তিফানের মৃত্যুর পর প্রাথমিক জেরুশালেম মণ্ডলী থেকে যে সমস্ত ঈমানদারগণ ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও সিরিয়া-আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তারাই এই পত্রের প্রাপক (প্রেরিত ৮:১; ১১:১৯)। জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা ও প্রেরিত হিসেবে ইয়াকুব মণ্ডলীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ও পরবাসী সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতার প্রেক্ষিতে তাদেরকে নির্দেশনা ও উৎসাহ দান করার জন্য এই পত্রটি লিখেছিলেন।

লেখক তাঁর পত্রে অনেকগুলো বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করে ঈসায়ী বাস্তব জীবন ও আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করেছেন। ঈসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি বেশ কতগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন, যথা: ধন-সম্পদ ও দারিদ্র্য, পরীক্ষা, সদ্ব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, ঈমান ও কাজ, জিহ্বার ব্যবহার, জ্ঞান, ঝগড়া, অহংকার ও নম্রতা, অন্যের বিচার করা, গর্ব, ধৈর্য ও মুনাজাত। এই পত্রে বিশেষ করে ঈসায়ী সমাজের মধ্যে ঈমানের পাশাপাশি ঈসায়ী ধর্মের বাস্তব ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে (২:১৪-২৬)।

যদিও এটি একটি পত্রের আকারে লেখা হয়েছে তথাপি পৌলের পত্রের মত এটি কোন মণ্ডলীর কাছে লেখা হয় নি। যদিও এই পত্রটির প্রথমে একটা সম্ভাষণ আছে, কিন্তু এর শেষে কোন সম্ভাষণ নেই। ইয়াকুবের পত্রটি আংশিকভাবে একটা পত্রের মত লেখা হয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে এটি সব ঈসায়ী কাছে পাঠানো নানা প্রকার আদেশ-উপদেশের একটি সংকলন।

প্রধান আয়াত: “কিন্তু কেউ বলবে তোমার ঈমান আছে, আর আমার কাজ আছে; তোমার কাজ ছাড়া ঈমান আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কাজ থেকে ঈমান দেখাব” ২:১৮)।

রূপরেখা:

(১) সালাম (১:১)
(২) বিশ্বাস ও জ্ঞান (১:২-৮)
(৩) ঈমান ও জ্ঞান (১:২-৮)
(৪) ধনবান ও দারিদ্রতা (১:৯-১১)
(৫) পরীক্ষা ও প্রলোভন (১:১২-২৭)
(৬) পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে সাবধানবাণী (২:১-১৩)
(৭) কাজ ছাড়া ঈমান মৃত (২:১৪-২৬)
(৮) জিহ্বা দমন করার আবশ্যকতা (৩:১-১২)
(৯) দু'রকম জ্ঞান (৩:১৩-১৮)
(১০) দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা (৪:১-১০)
(১১) অন্যের বিচার করার সম্বন্ধে সাবধানবাণী (৪:১১-১২)
(১২) আগামীকালের বিষয়ে অহংকার (৪:১৩-১৭)
(১৩) ধনবানদের জন্য সাবধানবাণী (৫:১-৬)
(১৪) ধৈর্য ও মুনাজাত সম্বন্ধে উৎসাহদান (৫:৭-১২)
(১৫) বিশ্বাসপূর্ণ মুনাজাত (১৩-২০)

যে পছন্দগুলো আপনার জীবনে পরিপক্কতা বয়ে নিয়ে আসে		
পরিপক্ক কাজ করা	বনাম	অপরিপক্ক কাজ করা
অন্যদের শিক্ষা দেওয়া	বনাম	শুধু অন্যদের কাছে কথা বলা
গভীরভাবে বুঝবার জন্য নিজের উন্নয়ন করা	বনাম	মূল বিষয়গুলো নিয়েই শুধু চেষ্ট করে যাওয়া
আত্ম মূল্যায়ন করা	বনাম	আত্ম সমালোচনা করা
একতার জন্য চেষ্টা করা	বনাম	একতাকে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করা
আত্মিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা করা	বনাম	নিজেকে আপ্যায়ন করার ইচ্ছা করা
সাবধানভাবে অধ্যয়ন করা ও নিরীক্ষণ করা	বনাম	শুধু মতামত দেওয়া ও অর্ধেক হৃদয় নিয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা
কার্যকর বিশ্বাস	বনাম	শঙ্কা ও সন্দেহ
আত্মবিশ্বাস	বনাম	অবিশ্বাস ও ভয়
আবেগ ও অভিজ্ঞতাকে আল্লাহ্‌র কালামের আলোকে মূল্যায়ন করা	বনাম	অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র অনুভূতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা
আমরা কিভাবে কোন বিষয়কে বেছে নিই তার দ্বারা আমাদের আত্মিক পরিপক্কতার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ইবরানী কিতাবটি অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির বিষয়ে অনেক পরিপক্ক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হই।		

সালাম

১ ১ আল্লাহ্‌র ও ঈসা মসীহের গোলাম
ইয়াকুব– নানা দেশে ছড়িয়ে পড়া বারো
বংশের সমীপে সালাম জানাচ্ছি।

ঈমান ও জ্ঞান

২ হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন নানা
রকম পরীক্ষায় পড় তখন তা সর্বতোভাবে
আনন্দের বিষয় বলে মনে করো; ৩ জেনো,
তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে।
৪ আর সেই ধৈর্যকে সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে
দাও, যেন তোমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হও, কোন
বিষয়ে তোমাদের অভাব না থাকে।
৫ যদি তোমাদের কারো জ্ঞানের অভাব হয়,
তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ঞা করুক, তাকে
দেওয়া হবে; কেননা তিনি তিরস্কার না করে
সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন। ৬ কিন্তু সে
সন্দেহ না করে ঈমান সহকারে যাচ্ঞা করুক;
কেননা যে সন্দেহ করে, সে বাতাসে দুলে উঠা
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। ৭ সেই ব্যক্তি যে প্রভুর
কাছ থেকে কিছু পাবে, এমন আশা না করুক;
৮ সে দ্বিমনা লোক, নিজের সকল পথে সে
অস্থির।

ধনবান ও দারিদ্র্যতা

৯ যে ভাই অবনত, তাকে উন্নত করা হয়েছে
বলে সে গর্ব করুক; ১০ আর যে ভাই ধনবান,
তাকে অবনত করা হয়েছে বলে সেও গর্ব করুক,
কেননা সে ফুলের মতই ঝরে যাবে। ১১ ফলত
সূর্য যখন জ্বলন্ত তাপ নিয়ে উঠে তখন ঘাস
শুকিয়ে যায়, তাতে তার ফুল ঝরে পড়ে এবং
তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; তেমনি ধনবানও তার
জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেই ম্লান হয়ে পড়বে।

[১:১] দ্বিঃবিঃ ৩২:২৬; ইউ ৭:৩৫।
[১:২] মথি ৫:১২; ইব ১০:৩৪; ১২:১১।
[১:৩] ১পিতর ১:৭; ইব ১০:৩৬।
[১:৪] ১করি ২:৬।
[১:৫] জবুর ৫১:৬; দানি ১:১৭; ২:২১; মথি ৭:৭।
[১:৬] মথি ২১:২১; মার্ক ১১:২৪।
[১:৮] জবুর ১১৯:১১৩।
[১:৯] মথি ২৩:১২।
[১:১০] ইশা ৪০:৬,৭; ১করি ৭:৩১।
[১:১১] মথি ২০:১২; জবুর ১০২:৪,১১।
[১:১২] পয়দা ২২:১; ২:৫।
[১:১৪] মেসাল ১৯:৩।
[১:১৫] জবুর ৭:১৪; ইশা ৫৯:৪।
[১:১৬] ১করি ৬:৯।
[১:১৭] জবুর ৮৫:১২; ১৩৬:৭।
[১:১৮] ইয়ার ২:৩; প্রকা ১৪:৪।
[১:১৯] মেসাল ১০:১৯।
[১:২১] ইফি ৪:২২; ১:১৩।
[১:২২] মথি ৭:২১;

পরীক্ষা ও প্রলোভন

১২ ধন্য সেই ব্যক্তি যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ
যোগ্য প্রমাণিত হলে পর সে জীবন-মুকুট লাভ
করবে, প্রভু তাদেরকেই তা দিতে অঙ্গীকার
করেছেন, যারা তাঁকে মহব্বত করে।
১৩ পরীক্ষার সময়ে কেউ না বলুক, আল্লাহ্‌ থেকে
আমার পরীক্ষা হচ্ছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা
আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করা যায় না, আর তিনি কারো
পরীক্ষা করেন না; ১৪ কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের
কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হয়ে
পরীক্ষিত হয়। ১৫ পরে কামনা সগর্ভা হয়ে গুনাহ্‌
প্রসব করে এবং গুনাহ্‌ পরিপক্ক হয়ে মৃত্যুকে
জন্ম দেয়।
১৬ হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা ভ্রান্ত হয়ো না।
১৭ সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ বর উপর
থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকে
নেমে আসে, যাঁতে কোনও পরিবর্তন নেই কিংবা
তিনি ছায়ার মত বদলে যান না। ১৮ তিনি নিজের
বাসনায় সত্যের কালাম দ্বারা আমাদেরকে জন্ম
দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে
এক রকম অগ্রিমাংশ হই।

কালামের শ্রোতামাত্র হয়ো না কিন্তু কার্যকারী হও

১৯ হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা তো এই
কথা জান। কিন্তু তোমারা প্রত্যেকে শুনবার জন্য
আগ্রহী হও, কথাবার্তায় ধীর, ক্রোধে ধীর হও,
২০ কারণ মানুষের ক্রোধ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা উপন্ন
করে না। ২১ অতএব তোমরা সকল নাপাকীতা
এবং নাফরমানীর উচ্ছ্বাস ফেলে দিয়ে, মৃদুভাবে
সেই রোপিত কালাম গ্রহণ কর, যা তোমাদের
প্রাণের নাজাত সাধন করতে পারে।
২২ আর কালামের কার্যকারী হও, নিজদেরকে

১:২ আনন্দের বিষয়। এই পরীক্ষা গুনাহ্‌র প্রতি প্রলোভন নয়, বরং দুনিয়া ও শয়তানের তরফ থেকে নানা বিপদ-আপদ, তাড়না ও দুঃখ-কষ্ট। ঈসায়ী ঈমানদারদের কর্তব্য এই সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে আনন্দের সাথে মোকাবেলা করা, কারণ এগুলো আমাদেরকে ঈমানে সবল করে এবং আমাদের জীবনে আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে।

১:৪ পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হও। পরিপক্কতা ও সম্পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য সকল ধারণ করা। কাজেই পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হলেই আমরা আল্লাহ্‌র মনের মত হই এবং তাঁর বাধ্য হয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ জীবন-যাপন করতে পারি।

১:৫ জ্ঞান। জ্ঞান হচ্ছে সেই রূহানিক গুণ, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিচার করে তাঁর মনের মত করে পরিচালনা করতে পারি।

১:১১ সূর্য সতাপে উঠলে। যখন আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে।

১:১৩ তিনি কারো পরীক্ষা করেন না। বস্তুত আমরা আমাদের কোন গুনাহ্‌ বা অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌কে দায়ী করতে পারি না। অনেক সময় আল্লাহ্‌ আমাদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য বা শক্তিযুক্ত করার জন্য আমাদেরকে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি চান আমরা গুনাহে পতিত হই।

১:১৪ নিজের কামনা। আমরা যে সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনে পড়ে থাকি, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ কামন-বাসনা ও মন্দতার প্রতি প্রবণতা থেকে আসে এবং আমাদেরকে গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়।

১:১৬ ভ্রান্ত হয়ো না। ভ্রান্ত চিন্তা ও লক্ষ্য আমাদেরকে ভুল পথে চালিত করে ও গুনাহ্‌গার করে তোলে।

১:২০ মানুষের ক্রোধ। এখানে 'ধার্মিকতাপূর্ণ রাগ' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের উচিত রাগ প্রকাশে সংযত হওয়া এবং ধীর-স্থির থাকা।

১:২১ ফেলে দিয়ে। নোংরা পোশাক যেভাবে আমরা খুলে ফেলি, ঠিক সেভাবে আমাদেরকে সমস্ত প্রকার নৈতিক ভ্রষ্টাচার ও মন্দতা থেকে পৃথক হতে হবে।

১:২১ রোপিত কালাম। যে কালাম আমাদের অন্তরে গেঁথে গিয়ে নতুন জীবনের সূচনা ঘটায়।

১:২২ কালামের কার্যকারী হও। এই আদেশের তিনটি স্তর লক্ষণীয়। কালামের শ্রোতা হতে হবে, কালাম গ্রহণ করতে হবে; এবং কালামের কার্যকারী হতে হবে।

ভুলিয়ে শ্রোতামাত্র হয়ো না। ২৩ কেননা যে কেউ
কালামের শ্রোতামাত্র, কার্যকারী নয়, সে এমন
ব্যক্তির মত যে আয়নায় নিজের স্বাভাবিক মুখ
দেখে; ২৪ কারণ সে নিজেকে দেখলো, চলে গেল
আর সে কিরূপ লোক, তা তখনই ভুলে গেল।
২৫ কিন্তু যে কেউ হেঁট হয়ে সিদ্ধ শরীয়তের,
স্বাধীনতার শরীয়তের, প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও
তাতে নিবিষ্ট থাকে, ভুলে যাবার শ্রোতা না হয়ে
কার্যকারী হয়, সেই নিজের কাজে ধন্য হবে।
২৬ যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে,
আর নিজের জিহ্বাকে বলগা দ্বারা বশে না রাখে,
কিন্তু নিজের হৃদয়কে ভুলায় তার ধর্ম মিথ্যা।
২৭ দুঃখ-কষ্টের সময়ে এতিমদের ও বিধবাদের
তত্ত্বাবধান করা এবং সংসার থেকে নিজেকে
নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই হল পিতা আল্লাহ্‌র
কাছে পবিত্র ও বিমল ধর্ম।

পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে সাবধানবাণী

২ ১ হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা
মসীহের উপর– মহিমাময় প্রভুর উপর–
তোমাদের যে ঈমান তা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না
হয়। ২ কেননা যদি তোমাদের মজলিস-খানায়
সোনার আংটি হাতে দিয়ে ও সুন্দর কাপড়-
চোপড় পরে কোন ব্যক্তি আসে এবং ময়লা
কাপড় পরা কোন দরিদ্রও আসে, ৩ আর তোমরা
সেই সুন্দর কাপড়-চোপড় পরা ব্যক্তির মুখ চেয়ে
বল, 'আপনি এখানে উত্তম স্থানে বসুন,' কিন্তু
সেই দরিদ্রকে যদি বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও,
কিংবা আমার পায়ের কাছে বস,' ৪ তা হলে
তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ করছো না
এবং মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারকর্তা হচ্ছো না?
৫ হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা শোন, সংসারে যারা
দরিদ্র, আল্লাহ্‌ কি তাদেরকে মনোনীত করেন নি,
যেন তারা ঈমানে ধনবান হয় এবং যারা তাঁকে
মহব্বত করে, তারা যেন অঙ্গীকৃত রাজ্যের

ইয়াকুব ২:১৪-২০। [১:২৫] জবুর ১৯:৭; ইউ ৮:৩২; ১৩:১৭। [১:২৬] জবুর ৩৪:১৩; ৩৯:১; ১৪১:৩। [১:২৭] মথি ২৫:৩৬; দ্বিঃবিঃ ১৪:২৯; আইয়ুব ৩১:১৬,১৭, ২১; জবুর ১৪৬:৯; ইশা ১:১৭,২৩। [২:১] দ্বিঃবিঃ ১:১৭; লেবীয় ১৯:১৫। [২:৪] ইউ ৭:২৪। [২:৫] আইয়ুব ৩৪:১৯; ১করি ১:২৬-২৮; লূক ১২:২১; প্রকা ২:৯। [২:৬] ১করি ১১:২২; প্রেরিত ৮:৩; ১৬:১৯। [২:৮] লেবীয় ১৯:১৮; মথি ৫:৪৩। [২:৯] দ্বিঃবিঃ ১:১৭। [২:১০] গালা ৩:১০; ৫:৩। [২:১১] দ্বিঃবিঃ ৫:১৭,১৮। [২:১২] মথি ১৬:২৭। [২:১৩] মথি ৫:৭; লূক ৬:৩৭। [২:১৪] মথি ৭:২৬; ইয়াকুব ১:২২-২৫। [২:১৫] মথি ২৫:৩৫,৩৬। [২:১৬] লূক ৩:১১; ১ইউ ৩:১৭,১৮।

অধিকারী হয়? ৬ কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে
অসম্মান করেছ। ধনবানেরাই কি তোমাদের
প্রতি জুলুম করে না? তারাই কি তোমাদেরকে
টেনে নিয়ে বিচার-স্থানে যায় না? ৭ যে উত্তম
নাম তোমাদের উপরে কীর্তিত হয়েছে, তারাই
কি সেই নামের নিন্দা করে না?
৮ যা হোক, "তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের
মত মহব্বত কোরো," পাক-কিতাবের এই কথা
অনুসারে যদি তোমরা রাজকীয় শরীয়ত পালন
কর, তবে ভাল করছো। ৯ কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব
কর, তবে গুনাহ্‌ করছো এবং শরীয়ত দ্বারা
তোমাদেরকে হুকুম লঙ্ঘনকারী বলে দোষী করা
হচ্ছে। ১০ কারণ যে কেউ সমস্ত শরীয়ত পালন
করে, কেবল একটি বিষয়ে হোঁচট খায়, সে
সকলেরই দায়ী হয়েছে। ১১ কেননা যিনি
বলেছেন, "জেনা করো না," তিনিই আবার
বলেছেন, "নরহত্যা করো না;" ভাল, তুমি যদি
জেনা না করে খুন কর, তা হলে শরীয়তের
লঙ্ঘনকারী হয়েছ। ১২ তোমরা স্বাধীনতার
শরীয়ত দ্বারা বিচারিত হবে বলে তদনুরূপ কথা
বল ও কাজ কর। ১৩ কেননা যে ব্যক্তি করুণা
করে নি, বিচার তার প্রতি নির্দয়; করুণাই
বিচারের উপর জয়ী হয়।

কাজ ছাড়া ঈমান মৃত

১৪ হে আমার ভাইয়েরা, যদি কেউ বলে, আমার
ঈমান আছে, আর তার কাজ না থাকে, তবে
তাতে তার কি লাভ হবে? সেই ঈমান কি তাকে
নাজাত দিতে পারে? ১৫ কোন ভাই কিংবা
বোনের কাপড়-চোপড় না থাকলে ও প্রতিদিন যে
খাবার প্রয়োজন তা না থাকে আর যদি
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাদেরকে বলে,
১৬ সহিসালামতে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু
তোমরা তাদেরকে দেহের প্রয়োজনীয় বস্তু না
দাও, তবে তাতে কি লাভ হবে? ১৭ তেমনি

১:২৬ ধার্মিক। ধর্মের বাহ্যিক কার্যাবলী ও আনুষ্ঠানিকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন অভাবীদের দান করা, রোজা রাখা, মুনাজাত করা এবং এবাদতে জমায়েত হওয়া।

১:২৭ নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা। দুনিয়া ও এর গুনাহ্‌পূর্ণ পথ থেকে যখন আমরা পৃথক হই, তখনই প্রমাণ হয় যে, আমরা সত্যিকারভাবে প্রভুকে ভালবাসি।

২:১ পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। আল্লাহ্‌ আমাদের অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করেন না, কাজেই ঈমানদারদেরও উচিত তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ ঈমান আনা।

২:৫ যারা দরিদ্র ... মনোনীত করেন নি? আল্লাহ্‌র কাছে দরিদ্ররা বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্ররাই ঈমানে ও রূহানিক দানগুলোর ব্যাপারে ধনবান। তারা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর কাছে যাচঞা করে থাকে।

২:৮ রাজকীয় শরীয়ত। ঈসায়ী মহব্বতের বিধানকে বলা হয়েছে "রাজকীয়", কারণ এটি সর্বোৎকৃষ্ট শরীয়ত বা বিধান, যা অন্য সকল বিধানের উৎস এবং সকল শরীয়তের সারগর্ভ।

২:১০ সে সকলেরই দায়ী হয়েছে। শরীয়ত আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ও ইচ্ছার প্রকাশ; তাই শরীয়তের একটি অংশের লঙ্ঘন বলতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা লঙ্ঘন বলা যায় এবং এতে সম্পূর্ণ শরীয়ত লঙ্ঘিত হয়। ঈসায়ী মহব্বত মনে প্রাণে অর্জন করতে না পারলে শরীয়ত পুরোপুরিই লঙ্ঘিত হয়।

২:১২ তদনুরূপ কথা বল। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, একদিন আমাদের বিচার হবে এবং আল্লাহ্‌ আমাদেরকে যে মহব্বতের শরীয়ত দিয়েছেন তা কোনভাবে লঙ্ঘন করলে বা পক্ষপাতিত্ব করলে আল্লাহ্‌ তা সহ্য করবেন না।

২:১৩ করুণাই ... জয়ী হয়। যদি মানুষ পরস্পরের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করে ও দয়াশীল হয়, তবে আল্লাহ্‌ও শেষ বিচারের দিনে তাদের প্রতি করুণা দেখাবেন।

২:১৪ কাজ না থাকে। যারা এ কথা বলে থাকে যে, প্রভু ঈসার উপরে তাদের ঈমান রয়েছে, কিন্তু মসীহের প্রতি ও তাঁর বাক্যের প্রতি প্রকৃত আত্মনিবেদনের প্রমাণ তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, তারা আসলে তাঁর প্রকৃত ঈমানদার নয়।

ঈমানের সঙ্গে কাজ যুক্ত না থাকলে নিজে একা বলে তা মৃত। ১৮ কিন্তু কেউ বলবে তোমার ঈমান আছে, আর আমার কাজ আছে; তোমার কাজ ছাড়া ঈমান আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কাজের মধ্য দিয়ে ঈমান দেখাব। ১৯ তুমি ঈমান এনেছো যে, আল্লাহ্‌ এক, ভালই করছো; বদ-রূহ্‌রাও তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। ২০ কিন্তু হে অসার মানুষ, তুমি কি জানতে চাও যে, কাজ ছাড়া ঈমান কোন কাজের নয়? ২১ আমাদের পিতা ইব্রাহিমকে তাঁর কাজের জন্য, অর্থাৎ কোরবানগাহ্‌র উপরে তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে কোরবানী করার জন্য কি ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয় নি? ২২ তুমি দেখছো, ঈমান তাঁর কাজের সহকারী ছিল এবং কাজের জন্য তাঁর ঈমান সিদ্ধ হল; ২৩ তাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হল, "ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনলেন এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল", আর তিনি "আল্লাহ্‌র বন্ধু" এই নাম পেলেন। ২৪ তোমরা দেখছো, কাজের জন্য মানুষকে ধার্মিক বলে গণনা করা হয়, শুধু ঈমানের মধ্য দিয়ে নয়। ২৫ আবার পতিতা রাহবকেও কি সেইভাবে কাজের জন্য ধার্মিক বলে গণনা করা হয় নি? তিনি তো দূতদের মেহমানদারী করেছিলেন; এবং অন্য পথ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ২৬ বাস্তবিক যেমন রূহ্‌ ছাড়া দেহ মৃত, তেমন কাজ ছাড়া ঈমানও মৃত।

জিহ্বা দমন করার আবশ্যকতা

৩ ১ হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা অনেকে ওস্তাদ হতে যেয়ো না; তোমরা জান, অন্যদের চেয়ে আমাদের আরও কঠিনভাবে বিচার করা হবে। ২ কারণ আমরা অনেকভাবে হোঁচট খাই। যদি কেউ কথা দ্বারা হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখতে সমর্থ। ৩ ঘোড়াগুলোকে বাধ্য রাখতে আমরা যদি তাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাদের সমস্ত শরীরও ইচ্ছামত ঘুরাতে পারি। ৪ আর দেখ, যদিও জাহাজগুলো অতি প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বাতাস সেটি ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও সেটিকে একটি ছোট হাল দ্বারা নাবিকের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরাতে পারে। ৫ তেমনি জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা বলে। দেখ, কেমন অল্প আগুন কেমন বড় বন-জঙ্গলকে জ্বালিয়ে দেয়! ৬ জিহ্বাও আগুনের মত; আমাদের অঙ্গগুলোর মধ্যে জিহ্বা অধর্মের দুনিয়া হয়ে রয়েছে; তা সমস্ত দেহকে কলঙ্কিত করে ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে এবং নিজে দোজখের আগুনে জ্বলে উঠে। ৭ কারণ সমস্ত রকম পশু ও পাখি, সরীসৃপ ও সমুদ্রচর জন্তুকে মানুষ দমন করতে পারে ও দমন করেছে; ৮ কিন্তু জিহ্বাকে দমন করতে কোন মানুষের সাধ্য নেই; সেটি অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ। ৯ এই জিহ্বা দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার শুকরিয়া আদায় করি, আবার এর দ্বারাই আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে জাত মানুষকে বদদোয়া দিই। ১০ একই মুখ থেকে শুকরিয়া ও বদদোয়া বের হয়। হে আমার ভাইয়েরা, এই রকম হওয়া অনুচিত। ১১ ফোয়ারা কি একই ছিদ্র দিয়ে মিষ্ট ও তিক্ত দু'রকম পানি বের করে? ১২ হে আমার ভাইয়েরা, ডুমুরগাছে কি জলপাই ফল, অথবা আঙ্গুরলতায় কি ডুমুর ফল ধরতে পারে? নোনা পানির মধ্যে মিষ্টি পানি পাওয়া যায় না।

দু'রকম জ্ঞান

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান কে? সে সদাচরণ দ্বারা জ্ঞানের মৃদুতায় নিজের কাজ দেখিয়ে দিক। ১৪ কিন্তু তোমাদের অন্তর যদি ঈর্ষায় তিক্ত হয় ও স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খায় ভরা

[২:১৭] গালা ৫:৬।
[২:১৮] রোমীয় ৩:২৮; ইব ১১; মথি ৭:১৬,১৭; ইয়াকুব ৩:১৩।
[২:১৯] দ্বি:বি: ৬:৪; মার্ক ১২:২৯; ১করি ৮:৪-৬; মথি ৮:২৯; লূক ৪:৩৪।
[২:২০] আঃ ১৭,২৬।
[২:২১] পয়দা ২২:৯,১২।
[২:২২] ইব ১১:১৭; ১থিষ ১:৩।
[২:২৩] পয়দা ১৫:৬; ইশা ৪১:৮।
[২:২৫] ইব ১১:৩১।
[৩:১] ইফি ৪:১১; মথি ৭:১; রোমীয় ২:২১।
[৩:২] ১বাদশা ৮:৪৬; রোমীয় ৩:৯-২০; ১ইউ ১:৮; জবুর ৩৯:১; মেসাল ১০:১৯; ১পিতর ৩:১০।
[৩:৩] জবুর ৩২:৯।
[৩:৫] জবুর ১২:৩,৪; ৭৩:৮,৯।
[৩:৬] মেসাল ১৬:২৭।
[৩:৮] জবুর ১৪০:৩।
[৩:৯] পয়দা ১:২৬,২৭; ১করি ১১:৭।
[৩:১২] মথি ৭:১৬।
[৩:১৩] ১পিতর ২:১২।
[৩:১৪] ২করি

২:১৭ ঈমানও ... মৃত। প্রকৃত নাজাতকারী ঈমান এতই ক্ষমতাবান যে, তা ভক্তিপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে ও মসীহের প্রতি ঐকান্তিক নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

২:২১ ইব্রাহিম কর্মহেতু ... ধার্মিক গণিত হলেন। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে এই কথাটি বিরোধপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু ইব্রাহিম 'শরীয়তের কাজ' করার কারণে ধার্মিক গণিত হন নি। ইসহাককে কোরবানী করতে দ্বিধা না করা ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ঈমান ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

২:২২ ঈমান তাঁর কাজের সহকারী ছিল। ঈমান ও কাজকে আমরা কখনোই আলাদা করতে পারি না, বরং দু'টোই একটি আরেকটির পরিপূরক।

২:২৪ শুধু ঈমানের মধ্য দিয়ে নয়। সত্যিকার ঈমান থাকলে ঈমানদারদের মধ্যে অবশ্যই ভাল কাজের নিদর্শন দেখা যাবে, যা আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের প্রমাণ।

৩:১ অনেকে ওস্তাদ হতে যেয়ো না। 'ওস্তাদ' বলতে শিক্ষকদের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন পালক, মণ্ডলীর নেতারা, তবলিগকারী, পরিচর্যাকারী এবং যারা মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা পাক-কিতাব থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সে কারণে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ বিচারের দিনে তাদেরকে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি কঠিনভাবে বিচার করা হবে।

৩:২ সিদ্ধপুরুষ। যেহেতু জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন, তাই যে ব্যক্তি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে, সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে পবিত্র।

৩:৬ অধর্মের দুনিয়া। যে জিহ্বা গুনাহ্‌পূর্ণ ও অসঙ্গত কথা বলে, তা গুনাহে পতিত দুনিয়ার মত। জিহ্বার অধার্মিকতা আমাদের পুরো দেহকে অধার্মিক করে তোলে, কাজেই জিহ্বার মন্দতার উৎস শয়তান।

৩:৯ আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে জাত। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে তৈরি করা হয়েছে, সে কারণে মানুষকে বদদোয়া দেওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌কে বদদোয়া দেওয়া।

৩:১৪ স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা। নিজ সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা এবং অন্যকে আঘাত করে বা ক্ষতি করে নিজেকে বড় করে দেখানোর ইচ্ছা। কোন ঈসায়ী ঈমানদারেরই এ ধরনের আচরণ

পক্ষপাতিত্ব করা

ধনবানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা কেন ঠিক নয়:

১. এটি মসীহের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়
২. এটি মন্দ চিন্তা-ভাবনা থেকে আসে
৩. এটি আল্লাহ্‌র সুরতে যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তার অপমান করে
৪. এটি স্বার্থপরতার প্ররোচনায় সৃষ্ট হয়ে থাকে
৫. কিতাবুল মোকাদ্দসে যে মহব্বতের কথা বলে এটি তার বিরুদ্ধে যায়
৬. যারা কম ভাগ্যবান তাদের প্রতি কম মমতা প্রদর্শিত হয়
৭. এটি ভণ্ডামি
৮. এটি গুনাহ্‌

যখন আপনার কথাবার্তা শয়তান কর্তৃক পরিচালিত হয় তখন:

- তখন তা তিক্ততায় পরিপূর্ণ থাকে
- স্বার্থপতায় মোড়া থাকে
- পার্থিব বিষয় ও দৈহিক চাহিদায় পূর্ণ থাকে
- অনাত্মিক চিন্তাভাবনা ও ধারণায় পূর্ণ থাকে
- অসঙ্গতিতে পূর্ণ থাকে
- মন্দতায় পরিপূর্ণ থাকে

যখন আপনার কথাবার্তা আল্লাহ্‌র রূহ্‌ কর্তৃক পরিচালিত হয় তখন:

- তা মমতায় পূর্ণ থাকে
- তাতে অন্যদের জন্য মহব্বত প্রকাশিত হয়
- তা শান্তিপূর্ণ হয়
- তাতে অন্যদের জন্য সেখানে স্থান থাকে
- তাতে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ থাকে
- তাতে আন্তরিকতা ও পক্ষপাতহীনতা থাকে
- তাতে ধার্মিকতা প্রকাশ পায়।

থাকে, তবে সত্যের বিরুদ্ধে গর্ব করো না ও
মিথ্যা বলো না। ১৫ সেই জ্ঞান এমন নয়, যা
উপর থেকে নেমে আসে বরং তা দুনিয়াবী,
রূহানিক নয় এবং তা শয়তান থেকে আসে।
১৬ কেননা যেখানে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা, সেখানে
অস্থিরতা ও সমস্ত দুষ্কর্ম থাকে। ১৭ কিন্তু যে জ্ঞান
উপর থেকে আসে, তা প্রথমে পাক-পবিত্র, পরে
শান্তিপ্রিয়, নম্র, সহ্যগুণ সম্পন্ন, করুণা ও উত্তম
উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদ-বিহীন ও
ভণ্ডামীশূন্য। ১৮ আর যারা শান্তির চেষ্টা করে,
তাদের জন্য শান্তিতে ধার্মিকতা-ফলের বীজ বপন
করা যায়।

দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা

৪ ১ তোমাদের মধ্যে কোথা থেকে যুদ্ধ ও
কোথা থেকে ঝগড়া উৎপন্ন হয়? তোমাদের
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেসব সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সেসব
থেকে কি নয়? ২ তোমরা অভিলাষ করছো, কিন্তু
পাও না; তোমরা খুন করছো ও ঈর্ষা করছো,
কিন্তু যা চাও তা পাও না; তোমরা ঝগড়া ও যুদ্ধ
করে থাক, কিছু পাও না, কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র
কাছে যাচ্ঞা কর না। ৩ যাচ্ঞা করছো, তবুও
ফল পাচ্ছ না; কারণ মন্দভাবে যাচ্ঞা করছো,
যেন নিজ নিজ সুখাভিলাষে ব্যয় করতে পার।
৪ হে জেনাকারিণীরা, তোমরা কি জান না যে,
দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা?
সুতরাং যে কেউ দুনিয়ার বন্ধু হতে বাসনা করে,
সে নিজেকে আল্লাহ্‌র শত্রু করে তোলে। ৫ অথবা
তোমরা কি মনে কর যে, পাক-কিতাব বৃথাই
বলছে যে, তিনি যে রূহ্‌ আমাদের অন্তরে বাস
করিয়েছেন, তাঁর জন্য আগ্রহের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা
করেন? ৬ বরং তিনি আরও রহমত দান করেন;
এজন্য পাক-কিতাব বলে, "আল্লাহ্‌ অহঙ্কারীদের
প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদেরকে রহমত দান
করেন।" ৭ অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র বশীভূত
হও, আর শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাতে সে
তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। ৮ আল্লাহ্‌র
নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের
নিকটবর্তী হবেন। হে গুনাহ্‌গারেরা, তোমাদের
হাত পাক-পবিত্র কর; হে দ্বিমনা লোকেরা,
তোমাদের অন্তর বিশুদ্ধ কর। ৯ মাতম কর ও
শোকার্ত হও এবং কাঁদ; তোমাদের হাসি শোকে
এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত হোক। ১০ প্রভুর
সাক্ষাতে নত হও, তাতে তিনি তোমাদেরকে
উন্নত করবেন।

অন্যের বিচার করার সম্বন্ধে সাবধানবাণী

১১ হে ভাইয়েরা, পরস্পর নিন্দা করো না; যে
ব্যক্তি ভাইয়ের নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের
বিচার করে, সে শরীয়তের নিন্দা করে ও
শরীয়তের বিচার করে। কিন্তু তুমি যদি
শরীয়তের বিচার কর, তবে শরীয়তের
পালনকারী না হয়ে বিচারকর্তা হয়েছ।
১২ একমাত্র শরীয়তদাতা ও বিচারকর্তা আছেন,
তিনিই নাজাত করতে ও বিনষ্ট করতে পারেন।
কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

আগামীকালের বিষয়ে অহংকার

১৩ এখন দেখ, তোমাদের কেউ কেউ বলে, আজ
কিংবা আগামীকাল, আমরা অমুক নগরে যাব
এবং সেখানে এক বছর যাপন করবো, বাণিজ্য
করে লাভ করবো। ১৪ তোমরা তো
আগামীকালের বিষয়ে জান না: তোমাদের জীবন
কি রকম? তোমরা তো বাষ্পস্বরূপ, যা
কিছুক্ষণের জন্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়।
১৫ ওর পরিবর্তে বরং এই কথা বল, 'প্রভুর ইচ্ছা
হলেই আমরা বেঁচে থাকব এবং এই কাজটি বা

১২:২০।
[৩:১৫] ১তীম ৪:১।
[৩:১৬] গালা ৫:২০,২১।
[৩:১৭] ১করি ২:৬; ইব ১২:১১।
[৩:১৮] মথি ৫:৯; ইশা ৩২:১৭।
[৪:১] তীত ৩:৯; রোমীয় ৭:২৩।
[৪:২] মথি ৫:২১,২২।
[৪:৩] জবুর ১৮:৪১; ৬৬:১৮।
[৪:৪] ইশা ৫৪:৫; ইয়ার ৩:২০।
[৪:৫] ১করি ৬:১৯।
[৪:৬] মেসাল ৩:৩৪।
[৪:৭] ইফি ৪:২৭; ৬:১১।
[৪:৮] জবুর ৭৩:২৮; জাকা ১:৩; মালাখি ৩:৭।
[৪:৯] লূক ৬:২৫।
[৪:১০] আইয়ুব ৫:১১।
[৪:১১] রোমীয় ১:৩০।
[৪:১২] ইশা ৩৩:২২।
[৪:১৩] ৫:১; মেসাল ২৭:১।
[৪:১৪] আইয়ুব ৭:৭; জবুর ৩৯:৫; ইশা ২:২২।
[৪:১৫] প্রেরিত ১৮:২১।

থাকতে পারে না, কারণ আল্লাহ্‌ নিজে এমন আচরণ ঘৃণা করেন।

৩:১৫ পৈশাচিক। যা পিশাচ, অর্থাৎ বদ-রূহ্‌ বা শয়তান দ্বারা অনুপ্রাণিত।

৪:১ কোথা থেকে ... উৎপন্ন হয়? মণ্ডলীতে যে বিবাদ ও বিরোধের উৎপত্তি হয় তা সাধারণত সম্মান, আত্মগর্ব, ভোগ-বিলাস ও ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খার কারণে হয়ে থাকে। ধার্মিকতা ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার চাইতে আত্মতৃপ্তি যখন প্রাধান্য পায়, তখনই মণ্ডলীর মধ্যে অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

৪:২ খুন। রূপকার্থে 'তীব্র ঘৃণা' বোঝানো হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্‌র অপর এক সন্তানের বিপক্ষে ঈর্ষা ও ঘৃণা পোষণ করা মানুষ খুন করারই সামিল।

৪:৩ ফল পাচ্ছ না। আল্লাহ্‌ সেই সব মুনাজাতের উত্তর দেন না, যেগুলোতে থাকে স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা, ভোগ-লালসা বা ধন-সম্পদ লাভের ইচ্ছা।

৪:৪ জেনাকারিণীগণ। রূপকার্থে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রূহানিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ত, যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার পরিবর্তে বরং দুনিয়াকে ভালবাসে। যেহেতু মণ্ডলী মসীহের কনে, সেহেতু অন্য কিছুর প্রতি আসক্ত হলে তা মসীহের প্রতি মণ্ডলীর অবিশ্বস্ততা ও জেনা বলে পরিগণিত হবে।

৪:৮ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হও। গুনাহ্‌ থেকে মন ফিরিয়ে ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহ্‌কে ডাকলে তিনি তাতে সাড়া দেন ও কাছে আসেন।

হাত পাক-পবিত্র কর। আমাদের রূহ্‌ ও অন্তরকে পবিত্র, নিষ্পাপ ও গ্রহণযোগ্য করে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে হবে।

৪:১১ নিন্দা করো না। কারো বিষয়ে পুরোপুরি না জেনে, বা তার অনুপস্থিতিতে, বা তার সাথে কথা না বলে তার বিরুদ্ধে নিন্দা ও অভিযোগ তোলার অর্থ হল আল্লাহ্‌র মহব্বতের বিধান অমান্য করা এবং এক অর্থে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করা।

৪:১৫ প্রভুর ইচ্ছা হলেই। আমাদের জীবন ও এর সমস্ত পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। কাজেই সকল ঈমানদারের দায়িত্ব ভবিষ্যতেও কোন লক্ষ্য বা পরিকল্পনা স্থির করার আগে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে চাওয়া এবং তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতা রেখে কাজ করা।

ও কাজটি করবো’। ১৬ কিন্তু এখন তোমরা নিজ
নিজ অহংকারে গর্ব করছো; এই রকমের সমস্ত
গর্ব মন্দ। ১৭ বস্তুত যে কেউ সৎকর্ম করতে
জানে, অথচ করে না, সে গুনাহ্‌ করে।

ধনবানদের জন্য সাবধানবাণী

৫ ১ এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের
উপরে যেসব দুর্দশা আসছে, সেই সবের
জন্য কান্নাকাটি ও হাহাকার কর। ২ তোমাদের
ধন নষ্ট হয়ে গেছে ও তোমাদের কাপড়গুলো
পোকায় কেটেছে; তোমাদের সোনা ও রূপায়
মরিচা ধরেছে; ৩ আর সেই মরিচাই তোমাদের
বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং আগুনের মত
তোমাদের মাংস খাবে। তোমরা শেষকালের
জন্যই ধন সঞ্চয় করেছ। ৪ দেখ, যে মজুরেরা
তোমাদের ক্ষেতের শস্য কেটেছে, তোমরা
তাদের যে মজুরি থেকে বঞ্চিত করেছ, সেই
মজুরি এখন চিৎকার করছে এবং সেই
শস্যকর্তনকারীদের আর্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর
কানে প্রবেশ করেছে। ৫ তোমরা দুনিয়াতে
সুখভোগ ও ভোগ-বিলাস করেছ, তোমরা নিহত
হবার দিনের জন্য নিজেদের কেবল তাজাই
করেছ। ৬ তোমরা ধার্মিককে দোষী করেছ এবং
খুন করেছ; সে তোমাদের প্রতিরোধ করে নি।

ধৈর্য ও মুনাজাত সম্বন্ধে উৎসাহদান

৭ অতএব হে ভাইয়েরা, তোমরা প্রভুর আগমন
পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির বহুমূল্য
ফলের অপেক্ষা করে এবং যত দিন তা প্রথম ও
শেষ বর্ষা না পায়, ততদিন তার বিষয়ে ধৈর্য ধরে
থাকে। ৮ তোমরাও ধৈর্য ধর, নিজ নিজ হৃদয়
সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট। ৯ হে
ভাইয়েরা, তোমরা এক জন অন্য জনের বিরুদ্ধে
অভিযোগ তুলো না, যেন তোমাদের বিচার করা
না হয়; দেখ, বিচারকর্তা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে
আছেন। ১০ হে ভাইয়েরা, যে নবীরা প্রভুর
সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন, তাদেরকে
দুঃখভোগের ও ধৈর্য ধারণ করার দৃষ্টান্ত হিসেবে
গ্রহণ কর। ১১ দেখ, যারা স্থির রয়েছে, তাদেরকে
আমরা ধন্য বলি। তোমরা আইউবের ধৈর্যের
কথা শুনেছ; প্রভুর পরিণামও দেখেছ, ফলত প্রভু
স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়।

১২ আবার, হে আমার ভাইয়েরা, আমি
বিশেষভাবে এই কথা বলি, তোমরা কসম খেয়ো
না; বেহেশতের বা দুনিয়ার বা অন্য কিছুরই
নামে কসম খেয়ো না। বরং তোমাদের হ্যাঁ, যেন
হ্যাঁ এবং না যেন না হয়, যেন তোমরা বিচারের
দায়ে না পড়।

বিশ্বাসপূর্ণ মুনাজাত

১৩ তোমাদের মধ্যে কেউ কি দুঃখভোগ করছে?
সে মুনাজাত করুক। কেউ কি প্রফুল্ল আছে? সে
প্রশংসা-কাওয়ালী করুক। ১৪ তোমাদের মধ্যে
কেউ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীন
নেতাদেরকে আহ্বান করুক; এবং তাঁরা প্রভুর
নামে তাকে তৈলাভিষিক্ত করে তার উপরে
মুনাজাত করুন। ১৫ তাতে বিশ্বাসের মুনাজাত
সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে এবং প্রভু তাকে
উঠাবেন; আর সে যদি গুনাহ্‌ করে থাকে, তবে
তা মাফ করা হবে। ১৬ অতএব তোমরা এক জন
অন্য জনের কাছে নিজ নিজ গুনাহ্‌ স্বীকার কর ও
এক জন অন্য জনের জন্য মুনাজাত কর, যেন
সুস্থ হতে পার। ধার্মিকের মুনাজাত মহা
শক্তিযুক্ত এবং কার্যকরী। ১৭ ইলিয়াস আমাদের
মত সুখ-দুঃখভোগী মানুষ ছিলেন; আর তিনি

[৪:১৬] ১করি ৫:৬।
[৪:১৭] লুক ১২:৪৭; ইউ ৯:৪১।
[৫:১] লূক ৬:২৪; ১তীম ৬:৯; ইশা ১৩:৬; ইহি ৩০:২।
[৫:২] আইয়ুব ১৩:২৮; জবুর ৩৯:১১।
[৫:৪] লেবীয় ১৯:১৩; ইয়ার ২২:১৩; মালাখি ৩:৫।
[৫:৫] ইহি ১৬:৪৯; আমোস ৬:১।
[৫:৬] ইব ১০:৩৮।
[৫:৭] ইয়ার ৫:২৪; যোয়েল ২:২৩।
[৫:৮] ১করি ১:৭।
[৫:৯] জবুর ৯৪:২; ১করি ৪:৫।
[৫:১০] মথি ৫:১২।
[৫:১১] মথি ৫:১০; আইয়ুব ১:২১,২২; ২:১০; ৪২:১০।
[৫:১২] মথি ৫:৩৪-৩৭।
[৫:১৩] জবুর ৫০:১৫।
[৫:১৪] প্রেরিত ১১:৩০; জবুর ২৩:৫; ইশা ১:৬।
[৫:১৬] ইব ১২:১৩; মথি ৩:৬; ৭:৭।
[৫:১৭] লূক ৪:২৫; প্রেরিত ১৪:১৫।
[৫:১৮] ১বাদশা

৪:১৬ নিজ নিজ অহংকারে। আমরা যা কিছু করেছি তা নিজের শক্তিতে ও যোগ্যতায় করেছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নয় – এই ধরনের চিন্তা একেবারেই ভুল। আমাদের উচিত নিজেদের যে কোন সফলতায় একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব দান করা ও তাঁর জন্য গর্ব করা।

৪:১৭ যে কেউ ... গুনাহ্‌ করে। যার যতটুকু ভাল কাজ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে, তা না করার অর্থ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অবমাননা করা এবং তাঁর শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা; উপরন্তু এই ভাল কাজ না করার ফলে কোন একজন ঈমানদার ভাই উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫:১ ধনবানেরা ... হাহাকার কর। পাক-কিতাব এ কথা শিক্ষা দেয় না যে, ধনবানেরাই অসৎ বা গুনাহ্‌গার। প্রকৃত অর্থে ধনীরা খুব সহজে তাদের ধন-সম্পদের কারণে গর্ব করতে শুরু করে এবং আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে তাঁকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। কিন্তু তারা ধনী হলেও আল্লাহ্‌র প্রিয় ও পবিত্র, যারা সুসমাচারের প্রসারে ও দরিদ্রদের জন্য তাদের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে।

৫:৪ বাহিনীগণের প্রভুর। ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌, যিনি সার্বভৌম প্রভু; সকল মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, গ্রহ, নক্ষত্র, তথা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক।

৫:৭ দীর্ঘসহিষ্ণু থাক। প্রভু ফিরে আসার পর ধার্মিকদেরকে সান্ত্বনা দান করবেন এবং তাদের উপরে জুলুমকারী মন্দ লোকদেরকে শাস্তি দেবেন। কাজেই সেই পর্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

৫:৯ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ যে কোন সময় আমাদের মাঝে আগমন করতে পারেন, কাজেই আমাদেরকে সব সময় তাঁর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫:১১ ধৈর্য। আমরা যে কোন পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সমস্যা মধ্যে দিয়েই যাই না কেন, আমাদের সব সময়ই উচিত আল্লাহ্‌র উপর ঈমান স্থির রাখা এবং ধৈর্য ধারণ করা।

৫:১৫ বিশ্বাসের মুনাজাত। মণ্ডলীতে কেউ অসুস্থ হলে পালক ও প্রাচীনদের কর্তব্য তার জন্য বিশ্বাসে একাগ্রতার সাথে মুনাজাত করা, কারণ যারা একাগ্রচিত্তে ও ঈমান সহকারে মুনাজাত করে, আল্লাহ্‌ তাদের মুনাজাতে সাড়া দেন।

৫:১৬ তোমরা ... যেন সুস্থ হতে পার। ঈমানদারদের কর্তব্য পরস্পরের কাছে গুনাহ্‌ ও অপরাধ স্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে পরস্পরের জন্য একাগ্রতার সাথে মুনাজাত করা; কারণ মণ্ডলীর মধ্যে গুনাহ্‌ থাকলে তা ঈমানদারদের জন্য বাধা স্বরূপ হয়।

দৃঢ়তার সঙ্গে মুনাজাত করলেন, যেন বৃষ্টি না হয়
এবং তিন বছর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হয় নি।
১৮ পরে তিনি আবার মুনাজাত করলেন; আর
আসমান থেকে বৃষ্টি পড়লো এবং ভূমি নিজের
ফল উৎপন্ন করলো।
১৯ হে আমার ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে যদি
কেউ সত্য থেকে দূরে সরে যায় এবং কেউ
তাকে ফিরিয়ে আনে,
২০ তবে জেনো, যে ব্যক্তি
কোন গুনাহ্‌গারকে তার ভ্রান্ত-পথ থেকে ফিরিয়ে
আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে
এবং অনেক গুনাহ্ ঢেকে রাখবে।

১৮:৪১-৪৫; ৫:১৯; ইয়াকুব ৩:১৪; মথি ১৮:১৫। [৫:২০] রোমীয় ১১:১৪; ১পিতর ৪:৮।

৫:১৯ সত্য থেকে দূরে সরে যায়। ঈমানদার হওয়ার পরও কেউ কেউ ঈমান ও সত্য থেকে দূরে সরে যেতে পারে। এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সকল ঈমানদারের একান্ত দায়িত্ব।

কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঈমান

হযরত ইয়াকুব তাঁর লেখনিতে ঈসা মসীহের পর্বতে দত্ত উপদেশের সঙ্গে মিল আছে এমন শিক্ষা অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশি দিয়েছেন। ইয়াকুব ঈসা মসীহের শিক্ষার উপর খুব বেশি নির্ভর করেছেন ও তা অনুসরণ করেছেন।

শিক্ষা	আয়াত
আপনার জীবন যখন নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারে পূর্ণ থাকে তখন খুশি হন ও আনন্দ করুন কারণ আপনার জন্য পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।	ইয়াকুব ১:১২ মথি ৫:১০-১২
যখন আপনার মধ্যে ধৈর্যের পরিপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে, তখন আপনি সিদ্ধ হবেন, পরিপক্ব ও সম্পূর্ণ হবেন।	ইয়াকুব ১:৪ মথি ৫:৪৮
আপনি আল্লাহ্‌কে ডাকেন, তিনি আপনাকে উত্তর দেবেন।	ইয়াকুব ১:৫; ৫:১৫; মথি ৭:৭-১২
যারা নম্র বা দীনহীন তারা তাদের অবস্থার জন্য আনন্দ করুক কারণ আল্লাহ্ তাদের মহব্বত করেন।	ইয়াকুব ১:৯ মথি ৫:৩
আল্লাহ্ যেমন আপনার উপর করুণা করেন, তেমনি আপনিও অন্যদের প্রতি করুণা করুন।	ইয়াকুব ১:১৯,২০ মথি ৫:২২
অন্যদেরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আপনার ঈমান প্রকাশ পায়।	ইয়াকুব ২:১৪-১৬ মথি ৭:২১-২৩
যারা শান্তির চেষ্টা করে তারা ধন্য, কারণ তারা শান্তিতে বপন করবে এবং ধার্মিকতার ফসল কাটবে।	ইয়াকুব ৩:১৭,১৮ মথি ৫:৯
আপনি ধন, ভোগ-বিলাস, মন্দতা ও আল্লাহ্‌র সেবা একই সঙ্গে করতে পারেন না। দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অর্থই হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা করা।	ইয়াকুব ৪:৪ মথি ৬:২৪
যখন আপনি নিজেকে নম্র করেন ও আল্লাহর উপর নির্ভর করেন তখন আল্লাহ্ আপনাকে তুলে ধরেন।	ইয়াকুব ৪:১০ মথি ৫:৩,৪
অন্যের নিন্দা করা বা তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলা উচিত নয়; তা আল্লাহর হুকুম ‘একে অন্যকে মহব্বত কর’–এর বিরুদ্ধে যায়।	ইয়াকুব ৪:১১ মথি ৭:১,২
এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ ছায়ার মত, তা মরচে ধরে ও মিলিয়ে যায়; বেহেশতে ধন সঞ্চয় করুন, তা চিরকাল থাকবে।	ইয়াকুব ৫:২,৩ মথি ৬:১৯
জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসলে ধৈর্য ধরুন, কেননা আল্লাহ্‌র নবীরাও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধরেছেন।	ইয়াকুব ৫:১০ মথি ৫:১২
আপনার কথাবার্তায় সৎ থাকুন, আপনার কথা হ্যাঁ, বা না হোক। এমন কথা বলুন যার উপর নির্ভর করা যায়।	ইয়াকুব ৫:১২ মথি ৫:৩৩-৩৭